‘উপন্যাস’

 ‘একজন মুক্তিযোদ্ধার নীলকষ্ট’

 লেখক,কমলকান্ত রায় তালুকদার

 পর্ব: ১

জানালার কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়েছে ষোড়শী মৌমিতা।একটু আগে সে তার সেজুতি শেষ করেছে।আজ সে তার সুদীর্ঘ চুলে খোঁপা বাধেঁনি।তাই তার এলোমেলো চুল বিকেলের মৃদু বাতাসে দুলছে।বিকেলের সূর্যরশ্মি বাগানের রঙ্গন ফুলের আচ্ছাদিত আভায় তার প্রিয় মুহূর্ত ডুবুডুবু সূর্য দেখতে দেখতে সে গুণ গূণ করে রবীন্দ্র সংগীতের একটি কলি গাইছে,‘আমাকে তুমি পাবে পথের প্রান্তরে,অস্তাচলে।”

হঠাৎ দু’তলার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন উঠছে…পায়ের শব্দ শুনে মৌমিতার রোমান্টিক ভাবনার ধ্যান ভাঙ্গে।

…ও মা!মোহনদা যে।কখন এলে?কেমন আছ?

…ভাল। তুমি কেমন আছ,মৌমিতা?

…খুব ভাল নয় মোহনদা।দেশের বর্তমান যে অবস্তা!তাতে কেউ কি ভাল থাকতে পারে?আচ্ছা মোহনদা,এখন কি উপায় হবে।পাশাপাশি বাসার প্রায় অনেক প্রতিবেশী ভারতের স্বরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে চলে গেছে।

…আহা!তুমি এতসব ভেবো না তো মৌমিতা।একটা কিছু উপায় হবে নিশ্চয়।কিন্তু আমি যথাশীঘ্র চলে যাব।

…এসেই যাবার কথা বলতে নেই,মোহনদা।এতে অকল্যান হয়।চলো ড্রয়িং রোমে বসে আলাপ করা যাবে।এতদিন পড়ে তুমি এলে।দিন কয়েক থাক।তারপর যাবার কথা বলো।

…উপায় নেই মৌমিতা।আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষন চলছে।দেশকে স্বাধীন করতে হলে অবশ্যই আমাদের যুদ্ধে জয়ী হতে হবে।গতকাল ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনেছ তো?

…হ্যাঁ,শুনেছি।আমাকে তোমার সংঙ্গে নিবে।আমিও যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে চাই।তোমাদের সাহায্য করতে চাই।পারবো না মোহনদা?

…পারবে।কিন্তু সাধনদার নিকট শুনেছি,তোমায় নাকি কাকীমা বিয়ে দিয়ে দিবে?

…হ্যাঁ,সত্যি।এ জন্যেই তো তোমায় মা খবর পাঠিয়েছেন।তোমার-আমার প্রেম ভালবাসার কথা সবাই যে জেনে গেছে।আমাদের মন্দিরের পেছনের বেঁধি থেকে শুরু করে,পুকুর পাড়,পাড়া-মহল্লার সকলেই জেনে গেছে তোমার –আমার হৃদয় দেয়া –নেয়ার কথা।

…যা সত্য,তা তো সবাই জানবেই।এ নিয়ে এতসব ভেবো না তো।এবার থামো,মৌ।সত্যি কথা বলো তো,মা কেন এত তাড়াতাড়ি আসতে বললেন?

…আমি কি করে বলবো!যাক,বৌদি চা নিয়ে এসেছেন।চা পান করো।আচ্ছা,মোহনদা তোমার আঙ্গুলে সে রিংটা আজো আছে দেখছি।

…তোমার দেয়া উপহার থাকবে না তো কি থাকবে মৌ?

মৌমিতা এর কোন জবাব দিলো না।আমার হাত ধরে রিংটাকে দেখছে।আর মৃদুস্বরে হাসছে।এরিমধ্যে সাধনের বড়দাদা সুখেন্দুদাদা আসায় মৌ অন্য কাজে চলে গেছে।আমি ভাবছি মাত্র কয়েকমাস আগে মৌ এ রিংটা আমার ডান হাতের অনামিকায় পড়িয়ে দিয়েছিল।সাধারনের দৃষ্টিতে এ রিংটি সামান্য হলেও আমার নিকট এটি ছিল সোনার চেয়েও দামী।

মৌ আবার ড্রয়িং রোমে ফিরে এলো।মৌ আমায় হাত ধরে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলো।কিছু সময় নীরব কাটল।মৌ আমার হাত ধরেই আছে।মৌমিতার নাকটা ঘামছে।একটা সুভাষিত গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে।মৌ এর মা এলেও মৌ হাতটা সরাচ্ছে না।আস্তে আস্তে আমিও ঘেমে ভীষন যাচ্ছি।তবে কামনা ভাবটা একটুও না বরং বুকটাতে কেমন যেন একটু ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে।আমি ধীরে ধীরে মৌ এর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

…কি ব্যাপার মোহনদা,খুব গরম লাগছে নাকি?ফ্যানটা ছাড়ি।তোমায় এত বিসন্ন লাগছে কেন?

…না মৌ,আচ্ছা মৌ তুমি আমার মাথা বিগড়ে দিলে কেন?

…কেন আমি কি করলাম?

মৌ এর এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না।কেবলি ভাবছিলাম এ কি প্রেম,না কি মৌ কে হারানুর অশনি সংকেত।মৌ এর এ পরম ছুয়াঁ আমার হৃদয় এ স্থান দিলাম।